🌐 ওয়েবসাইট: banglabakaran.com 📘 ফেসবুক পেজ: WBCS Bengali Compulsory Paper 18,000+ Followers
📢 নোটস + কারেন্ট টপিকস স্পেশাল অ্যাক্সেস মাত্র ₹8.33 / মাস ₹100 / বছর (Website Access) WhatsApp: 8537872204

পথ দুর্ঘটনা ঘিরে রণক্ষেত্র শহর: বেপরোয়া গতির জেরে মৃত্যু, অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা | কলকাতা, ১৫ নভেম্বর

আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদ দ্রুতগামী যান আজ কার্যত সাধারণ মানুষের কাছে ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতির নেশা এবং ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর প্রবণতায় শহরে পথ দুর্ঘটনার রেখচিত্র ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। তিলোত্তমা কলকাতার রাজপথে প্রায়ই যানবাহনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দারা অনেক সময়ই ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, শুরু হচ্ছে রাস্তা অবরোধ। কখনও রোষের বশে বাস, লরি ও দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটছে। যার জেরে সাময়িকভাবে জনজীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং চূড়ান্ত সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রী, রোগী ও পরীক্ষার্থীরা।

কখনও যানচালকদের চরম দায়িত্বহীনতায়, আবার কখনও পথচারীদের অসচেতনতায় ঘটছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি সল্টলেক করুণাময়ী মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় এক কলেজ ছাত্রীকে একটি বেপরোয়া ডাম্পার পিষে দিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ডাম্পার চালকের সিগন্যাল ভাঙার প্রবণতাতেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়, শুরু হয় পথ অবরোধ এবং ঘাতক ডাম্পারটিতে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষুব্ধ জনতা। অন্যদিকে, বাইপাসের রুবি মোড়েও এক বাইক আরোহীকে একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে ধাক্কা মারে। হেলমেট না থাকায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জেরেও সাময়িকভাবে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষ। উভয় ক্ষেত্রেই বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে চালকদের চরম বেপরোয়া মনোভাব, সময়ের আগে গন্তব্যে পৌঁছনোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং ট্রাফিক নিয়ম না মানার প্রবণতা। তবে শুধু চালক নন, কানে মোবাইল ফোন নিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়া বা সিগন্যাল না মানা অসচেতন পথচারীরাও অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক প্রত্যক্ষদর্শী এ বিষয়ে আক্ষেপ করে মন্তব্য করেন, “চালক ও পথচারী— উভয়কেই সচেতন হতে হবে। তবেই আমরা এই দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাব।”

বলা বাহুল্য, রাজপথের এই মারণ-ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে যান নিয়ন্ত্রণকারী ট্রাফিক পুলিশকে আরও বেশি তৎপর হতে হবে। ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ কর্মসূচির আরও নিবিড় প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, পথচারীদেরও নিরাপদ পথ চলার পাঠ শেখানো জরুরি। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটলেও জনগণকে ধৈর্য ধরে তার মোকাবিলা করতে হবে; ক্ষোভের বশে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা কোনো প্রকৃত সমাধান নয়। সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া রাজপথের এই মৃত্যুর মিছিল রোখা কার্যত অসম্ভব।